ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৯৬ ● কলকাতা ● ২৬ চৈত্র, ১৪৩১ ● বুধবার ● ০৯ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ক্যাবিনেট জেলে যেত, তাই এটাকেও জয় ভাবছে তৃণমূল', সুপ্রিম কোর্টের রায় শুনে বিকাশ

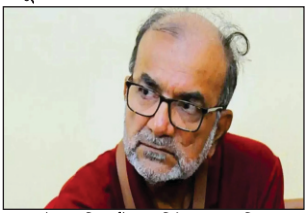

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এসএসসি-র অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট যে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল তা মঙ্গলবার খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট । অনেকেই মনে করছেন, এই রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে স্বস্তি দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসও এই রায়কে নিজেদের জয় হিসেবে দেখছে। বিকাশের সাফ বক্তব্য, ''শিক্ষাব্যবস্থার

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

হার্ডডিস্কের মধ্যেই লুকিয়ে আসল 'প্রাণ ভ্রমরা'? বারবার বলছেন অভিজিৎ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

যোগ্য-অযোগ্য বাছাই হবে কীভাবে? কী হবে চাকরিহারাদের? এই প্রশ্নই এই ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলার রাজ্য-রাজনীতির অলিন্দে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজারের চাকরি যাওয়ার পর থেকেই পথে নেমেছেন 'যোগ্য' চাকরিপ্রার্থীরা। একটাই দাবি,সম্মানের সঙ্গে যেন তাঁদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বিজেপি-র সাংসদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আর্জি জানিয়েছেন যাতে এই নিয়ে আর রাজনীতি করা না হয়। তিনি বলেন, "দিদির কাছে আমার আবেদন এটা নিয়ে রাজনীতি করবেন না। এই ছেলেগুলোর ভাগ্যে যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নেমে এসেছে তা সহ্য করা যাচ্ছে না। ওইটা যদি পাবলিশ করা হয়। তাহলেই তো দেখে নেওয়া যাবে কে যোগ্য-অযোগ্য।" অর্থাৎ তমলুকের বিজেপি সাংসদ

এরপর ৩ পাতায়

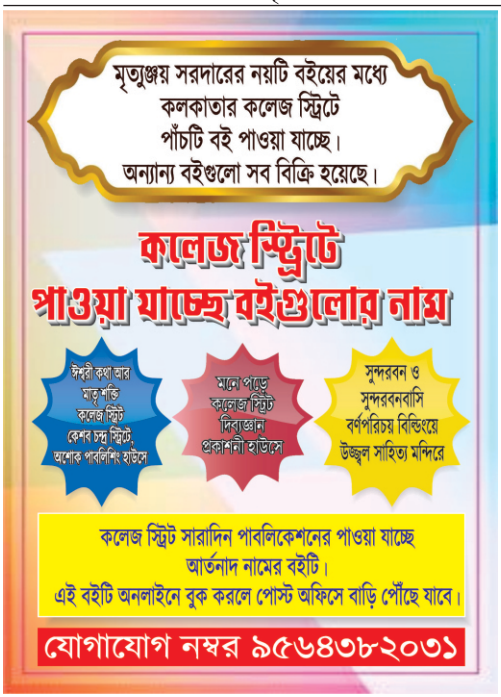

মালদাহে যাওয়ার অনুমতি পেল শুভেন্দু

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

মালদহের মোথাবাড়ি যাওয়ার অনুমতি পেলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আজ মঙ্গলবার কলকাতা হাই কোর্টে এই মামলার শুনানি ছিল। সেখানেই শর্ত সাপেক্ষে নন্দীগ্রামের বিধায়ককে অনুমতি দেওয়া হল। আগামী ১১ তারিখ তিনি মোথাবাড়ি যেতে পারবেন। সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।গত মাসে মালদহের মোথাবাড়ি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল গোষ্ঠী সংঘর্ষে।সেই ইস্যুতে বঙ্গ বিজেপির নেতারা একাধিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কায় বিজেপি নেতৃত্বকে মোথাবাড়ি যাওয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ বাধা দিয়েছে। সেই অভিযোগ বিজেপির পক্ষ থেকে তোলা হয়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার মোথাবাড়ি যেতে চেয়েছিলেন। তিনিও পুলিশের বাধা পান বলে অভিযোগ। এরপরই মোথাবাড়ি যেতে চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টে আবেদন করেন শুভেন্দু। সেই আবেদন মামলা আকারে গৃহীত হয়েছিল। শুভেন্দু অধিকারী আবেদনে জানিয়েছিলেন, একজন বিজেপি বিধায়ক ও নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মোথাবাড়ি যেতে চান।আজ মঙ্গলবার ওই মামলার শুনানিতে হাই কোর্ট সেই অনুমতি দিল। আগামী ১১ তারিখ শুক্রবার তিনি মোথাবাড়ি যেতে পারবেন। সেক্ষেত্রে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার সঙ্গে কেবল একজন বিজেপি বিধায়ক ও নিরাপত্তারক্ষী থাকবেন। এছাড়াও আদালতের তরফে কিছু শর্ত দেওয়া হয়েছে। মোথাবাড়ি গিয়েও কোনও রাজনৈতিক ভাষণ দিতে বা মন্তব্য করতে পারবেন না শুভেন্দু। মোথাবাড়ির চারটি অঞ্চলে শুভেন্দু যেতে চেয়েছিলেন। সেই চারটে জায়গাতেই আদালত যাওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছে। তবে বিরোধী দলনেতা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। ওই দিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩ টে পর্যন্ত তিনি মোথাবাড়ি থাকতে পারবেন। সেই কথা আদালতের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দুবাইয়ের যুবরাজ তথা সংযুক্ত আরব আমির শাহীর উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে সাদর অভ্যর্থনা প্রধানমন্ত্রীর

নতুন দিল্লি, ৮ এপ্রিল ২০২৫

ভারত সফরে আসা দুবাইয়ের যুবরাজ তথা সংযুক্ত আরব আমির শাহীর উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মাননীয় শেখ হামদান বিন মহম্মদ বিন রশিদ আল মাকতৌম-কে আজ সাদর অভ্যর্থনা জানান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।দুবাইতে ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট সামিট উপলক্ষে গতবছর তাঁর সংযুক্ত আরব আমির শাহী সফরের উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সংযুক্ত আরব আমির শাহীর প্রেসিডেন্ট মাননীয় মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান এবং সেদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাইয়ের শাসক মাননীয় মহম্মদ বিন রশিদ আল মাকতৌম-এর প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে

এরপর ৬ পাতায়

ট্রাক্টরকে রাস্তা না ছাড়ার 'অপরাধ'! যোগীরাজ্যে কৃষক নেতা-সহ ৩ জনকে গুলি করে খুন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ট্রাক্টরকে রাস্তা ছাড়েনি মোটরবাইক। অতি সামান্য এই ঘটনায় বাইক আরোহী তিন জনকে গুলিতে ঝাঁজরা করে দিল ট্রাক্টর সওয়ারিরা। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুর জেলায়। ঘটনার জেরে মৃত্যু হয়েছে কৃষকনেতা পাপ্পু সিং, তাঁর পুত্র অভয় সিং ও পাপ্পুর ভাই রিঙ্কু সিংয়ের। এদিকে সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, পাপ্পু সিংয়ের মা রামদুরালি সিং বর্তমানে ওই এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান। এই পরিবারের সঙ্গে মন্নু সিংয়ের পরিবারের বিবাদ দীর্ঘদিনের। তদন্তকারীদের অনুমান, মঙ্গলবার সকালে রাস্তার মাঝে বচসার সময় পুরনো বিবাদ থেকেই এই হামলা চালায় মন্নু।

এই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে মন্নু সিং-সহ মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় গ্রামে নতুন করে যাতে অশান্তি না ঘটে তার জন্য ফতেহপুরের পুলিশ সুপার ও আশেপাশের বেশকয়েকটি থানা থেকে পুলিশবাহিনী সঙ্গে নিয়ে এলাকায় উপস্থিত হন। এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প বসানোর পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, মঙ্গলবার সকালে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটে ফতেহপুরের হাতগাম থানা এলাকার তাহিরাপুর মোড়ের কাছে। এদিন ভাই ও ছেলে সঙ্গে নিয়ে বাইকে করে কোথাও যাচ্ছিলেন পাপ্পু সিং। ওই একই রাস্তা ধরে ট্রাক্টরে করে আসছিলেন এলাকার প্রাক্তন প্রধান মন্নু সিং ও তাঁর সহযোগীরা। অভিযোগ, ওই ট্রাক্টরকে রাস্তা না ছাড়ার অভিযোগে রাস্তাতেই পাপ্পুর সঙ্গে বচসা বাধে মন্নুর। সেই সময় হঠাৎ বন্দুক নিয়ে বাইক আরোহীদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়ে অভিযুক্ত। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিনজনের। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো ফুঁসে ওঠেন এলাকাবাসী। পুলিশ দেহ উদ্ধার করতে এলে দেহ আটকে অভিযুক্ত মন্নু ও তাঁর সহযোগীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হন গ্রামবাসীরা। ব্যাপক ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় পুলিশকে।

(১ম পাতার পর)

ক্যাবিনেট জেলে যেত, তাই এটাকেও জয় ভাবছে তৃণমূল', সুপ্রিম কোর্টের রায় শুনে বিকাশ

ওপর প্রভাব উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) তৈরি করেছেন। যখন টাকা নিয়ে চাকরি দিচ্ছিলেন তখন মনে হয়নি শিক্ষাব্যবস্থার ওপর প্রভাব পড়বে? আজও তিনি স্বীকার করছেন যে টাকা নিয়েই চাকরি দিয়েছেন। এখন চাকরিহারাদের ভুল পথে পরিচালিত করছেন।'' বিকাশ এও মনে করেন, ২৬ হাজার শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে গেলেও বড়সড় প্রভাব পড়বে না। বরং তাঁরা থাকলে সমাজব্যবস্থার ওপর প্রভাব পড়বে। কারণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম জানবে তাঁরা টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন।তবে বিষয়টি মানতে রাজি নন আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য । তিনি পাল্টা খোঁচা দিয়েছেন বাংলার শাসক দলকে।

এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নিয়ে সিবিআই তদন্ত চালানো যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত হানে। পাশাপাশি, অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি বেআইনি নয়। রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষা দফতর বা এসএসসি এই ধরনের পদ সৃষ্টি করতেই পারে। স্বাভাবিকভাবেই শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে বাড়তি অক্সিজেন দিয়েছে। তবে বিকাশের দাবি, এই রায়ে জয়ের কিছু নেই। তৃণমূল সরকার যে দুর্নীতিগ্রস্ত, তা কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

বিকাশ রঞ্জন বলছেন, ''তাঁরা তো নিজেদের জয়ী ভাববেই। গোটা ক্যাবিনেটটাই জেলে চলে যাবে, তা থেকে মুক্ত হলেন তাঁরা। তাই ভাবছেন এটা তাঁদের জয় হল। দুর্নীতিমূলক নিয়োগ নিয়ে কোনও জয় নেই। জেলে যাওয়া থেকে বাঁচবার জন্য জয়। এটাকে ওরা সত্যিই জয় মনে করতে পারে।''

সোমবার আবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যারা চাকরি হারিয়েছেন তাঁদের সভাতে যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে থেকে তিনি বলেছেন, বেঁচে থাকলে কারও চাকরি যেতে দেবেন না। বিকাশের অভিযোগ, চাকরিহারাদের ভুল পথে পরিচালিত করছেন মমতা। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রেখেই এসএসসি মামলায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু এই রায় তাঁরা মানতে পারেননি বলেই জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও বিকাশ রঞ্জন শুরু থেকেই বলে আসছেন, এই পরিস্থিতির জন্য তৃণমূল সরকারই দায়ী। দুর্নীতির দায়ে তাঁদেরই নিতে হবে। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ফের একবার এই কথাই বললেন তিনি।

(১ম পাতার পর)

হার্ডডিস্কের মধ্যেই লুকিয়ে আসল 'প্রাণ ভ্রমরা'? বারবার বলছেন অভিজিৎ

মনে করছেন এখনও পার্থক্য করা সম্ভব। এ দিন আশঙ্কা করে তিনি এও জানিয়েছেন, হয়ত এই ওএমআর শিট লুকিয়ে রাখা আছে কোথাও। পুড়িয়ে ফেলা হয়নি। তিনি এও বলেছেন, "কারণ, পুড়িয়ে দিয়েছি বা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে এটার পরও দেখা গিয়েছে সেই OMR শিট থেকে 'Right to information act'-এর প্রশ্নের উত্তর SSC দিয়েছে।"কিন্তু যোগ্য-অযোগ্যের পার্থক্য বোঝা যাবে কীভাবে? কীভাবে বাছা হবে চাল থেকে কাঁকড়? OMR শিট তো নষ্ট করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু এত সবের পরও প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যোগ্য চাকরি প্রার্থীদের দেখাচ্ছেন আশার আলো। তিনি মনে করছেন, হার্ডডিস্কের মধ্যেই লুকিয়ে আসল 'প্রাণ ভ্রমরা'।

অভিজিৎবাবু বলেন, "সিবিআই যে মাদার ডিস্ক উদ্ধার করেছে তা SSC-র কাছে আছে। সম্ভবত সুপ্রিম কোর্টের কাছেও আছে। তো সেটা এসএসসি প্রকাশ করুক। তাহলেই তো OMR শিট পাবলিশ হয়ে যাবে। আর OMR শিট পাবলিশ হলে বোঝা যাবে কে সাদা খাতা জমা দিয়েছে, কে ভুল উত্তর দিয়ে ঠিক নম্বর পাওয়া, আর কারা সত্যিকারের পরীক্ষা দিয়ে উপযুক্ত নম্বর পেয়েছে। দুধ কা দুধ, পানি কা পানি হয়ে যাবে।"

'ট্রাই'-এর নাম করে ভুয়ো টেলিফোন কলের বিষয়ে সাবধান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

'ট্রাই'-এর নাম করে গ্রাহকদের ভুয়ো টেলিফোন বা মেসেজের মাধ্যমে কিছু প্রতারক ভয় দেখাচ্ছে বলে সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন সময়ে। গ্রাহক বেআইনি কাজে লিপ্ত এমনটা দাবি করে প্রতারকরা মোবাইল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ভয় দেখাচ্ছে এবং টাকা চাইছে।

এই প্রেক্ষিতে স্পষ্ট ভাবে জানানো হচ্ছে যে 'ট্রাই' বা ভারতের টেলিযোগাযোগ কর্তৃপক্ষ মেসেজ কিংবা টেলিফোনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সঙ্গে এভাবে যোগাযোগ করে না কখনই। তৃতীয় কোন পক্ষকেও এই দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। কাজেই

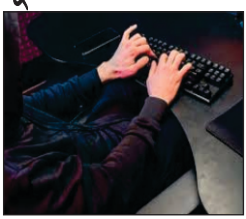

এধরনের কোন টেলিফোন কল, মেসেজ বা বার্তা পেলে তাতে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই এবং ধরে নিতে হবে এটি প্রতারণার চেষ্টা।

বিল না মেটানো, কিংবা কেওয়াইসি জমা না দেওয়ার মতো ক্ষেত্রে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার কাজটি সংশ্লিষ্ট টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার। ওই ধরনের কোন টেলিফোন বা মেসেজ পেলে গ্রাহকের উচিত টেলিফোন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কল সেন্টার কিংবা গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করা।

সাইবার অপরাধ এবং আর্থিক জালিয়াতি রুখতে নাগরিকরা ভুয়ো টেলিফোন কল পেলে টেলিযোগাযোগ দপ্তরের সঞ্চারসাথী মঞ্চে 'চক্ষু' ব্যবস্থাপনার শরণাপন্ন হতে পারেন। এই মঞ্চে যাওয়ার লিঙ্ক হল - https://sancharsaathi.gov.in/sfc/। এছাড়াও দপ্তরের ওয়েবসাইট https://cybercrime.gov.in/ ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত হেল্পলাইন নম্বর ১৯৩০-তে টেলিফোন করা যেতে পারে।

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পর্তুগালে; সেদেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন

পর্তুগাল এবং স্লোভাক প্রজাতন্ত্রে সরকারি সফরের প্রথমভাগে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু গতকাল (৬ এপ্রিল, ২০২৫) লিসবন পৌঁছেছেন। বিগত ২৭ বছরে এই প্রথম কোনো ভারতীয় রাষ্ট্রপতির পর্তুগাল সফর।

পর্তুগালের রাষ্ট্রপতি মার্সেলো রেবেলো ডি সুসা ৭ এপ্রিল, সকালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে লিসবনের ঐতিহাসিক প্রাকা দো ইম্পেরিও-তে স্বাগত জানান। রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অফ অনার দিয়ে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানো হয়।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সান্তামেরিয়া চার্চ পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি পর্তুগালের জাতীয় কবি লুইস ভাস ডি ক্যামোস-এর স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। রাষ্ট্রপতি পর্তুগালে ষোড়শ শতকের স্থাপত্যের এক অনুপম নিদর্শন জেরোনিমোসের মঠও সফর করেন।

এর পর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং পর্তুগালের রাষ্ট্রপতি মার্সেলো রেবেলো ডি সুসা দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষে স্মারক ডাক টিকিট প্রকাশ করেন। ডাক টিকিটে ভারত-পর্তুগাল সমৃদ্ধ শৈল্পিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উভয় দেশের উজ্জীবিত লোক পোশাক ফুটে উঠেছে। রাজস্থানের স্বতন্ত্র কালবেলিয়া পোশাক এবং পর্তুগালের প্রথাগত ভিয়ানা দো ক্যাস্তেলো পোশাক তাতে শোভা পাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু এরপর পর্তুগালের রাষ্ট্রপতি মার্সেলো রেবেলো ডি সুসা-র সঙ্গে একক বৈঠক এবং প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সহ পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত-পর্তুগাল সম্পর্ক ঐতিহাসিক সমন্বসূত্রে যুক্ত এবং সময়ের সঙ্গে তা আরও শক্তিশালী ও বিকাশের পথে এগিয়েছে। সেইসঙ্গে এই সম্পর্ক বহুমুখী এবং গতিশীল হয়ে উঠেছে। তিনি বাণিজ্য, বিনিয়োগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্য প্রযুক্তি, ডিজিটাল প্রযুক্তি, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, যোগাযোগ এবং গতিশীলতার ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করার উপর জোর দেন। বৈঠকের পর উভয় নেতা প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজস্থানের মানুষের আশীর্বাদে তাঁর সরকার ১০ বছর ধরে কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে। এই ১০ বছর ধরে সাধারণ মানুষের কষ্ট দূর করতে এবং তাঁদের আরও সুযোগ-সুবিধা দিতে সরকার সর্বতো প্রয়াস চালিয়েছে। স্বাধীনতার পর পূর্বতন সরকারগুলি ৫০-৬০ বছর ধরে যা করতে পারেনি, তাঁর সরকার ১০ বছরে তা করে ফেলেছে। রাজস্থানে জলের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, এখানে বহু জায়গায় খরার প্রকোপ দেখা যায়, অথচ অন্যান্য জায়গায় নদীর জল অব্যবহৃত অবস্থায় সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এজন্যই নদী সংযুক্তিকরণের ভাবনা ভেবেছিলেন এবং সেজন্য একটি বিশেষ কমিটি গড়েছিলেন। লক্ষ্য ছিল, নদীর উদ্বৃত্ত জল খরাপ্রবণ এলাকাগুলিতে পাঠানো। এতে একদিকে যেমন বন্যার সমস্যা দূর হবে, তেমনই খরাপ্রবণ এলাকাগুলিতে জেল পৌঁছবে। সুপ্রিম কোর্টও এই ভাবনাকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু, আগের সরকারগুলি জল সমস্যার সমাধানের কোনো সদিচ্ছা দেখায়নি, উলটে রাজ্যগুলির মধ্যে জল নিয়ে বিবাদকে আরও মদত দিয়েছে। এই নীতির জন্য রাজস্থানকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। বিশেষত, মহিলা ও কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তিনি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন তৎকালীন সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও নর্মদা নদীর জলকে গুজরাট ও রাজস্থানের বিভিন্ন এলাকায় পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই প্রয়াসকে ভৈরোঁ সিং শেখাওয়াত ও যশবন্ত সিং-এর মতো নেতারা সমর্থন জানিয়েছিলেন। জালোর, বারমেঢ়, চুরু, ঝুনঝুনু, যোধপুর, নাগপুর এবং হনুমানগড়ের মতো এলাকায় এখন নর্মদার জল পৌঁছে যাওয়ায় শ্রী মোদী সন্তোষ প্রকাশ করেন।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(আঠারোতম পর্ব)

অস্বীকার করেন।আজকের সমাজের কেউ যদি নিজেকে সত্য এবং মিথ্যার জায়গায় প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সেটি অস্বীকার করে, অপমানিত, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সবকিছু সইতে হয় তাকে। তেমনি মনসা দেবীর পূজা পাওয়ার জন্য অপমানিত হতে হয়েছিল চাঁদ সওদাগরের কাছে।মানুষের যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় ,সে তখন ঘুরে দাঁড়ায়। ঠিক তেমনি মনসা-দেবী দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ বিশ্ব মাঝার এ পূজিত হয়েছিল মনসা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বন্দুক হাতে হুমকি, মেয়েদের বাঁচাতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার বিধবা মা! শোরগোল খড়দহে

নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার ২ দুষ্কৃতী। নিজস্ব ছবি।

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বন্দুক হাতে হুমকি, মেয়েদের বাঁচাতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার বিধবা মা! শোরগোল খড়দহে

বারাকপুর: কিশোরী মেয়েদের দিকে কুনজর পড়েছিল বিকৃতকাম পুরুষদের। বন্দুক হাতে মায়ের কাছে গিয়ে তারা দাবি করেছিল, 'ঘরের মেয়ে দুটোকে আমাদের হাতে তুলে দে।' বিধবা মা কোনওভাবেই সেই দাবি মেনে নেননি। কাতর অনুরোধে জানিয়েছিলেন, 'ওদের ছেড়ে দাও।' মনে গলেনি দুষ্কৃতীদের। প্রতিবাদী মাকেই আমবাগানে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল তাদের বিরুদ্ধে।কিন্তু সেই খবর পৌঁছে যায় দুষ্কৃতীদের কানে। অভিযোগ, বন্দুক হাতে আলামিন, আকবর নামে দু'জন নির্যাতিতাকে শাসিয়ে যায়, অভিযোগ তুলে না নিলে বিপদ হবে! তাতে ভয় পেলেও অবশ্য পিছু হঠেননি নির্যাতিতা। পুলিশও অভিযোগের গুরুত্ব বুঝে দ্রুত তদন্তে নেমে দু'জনকে

এরপর ৫ পাতায়

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সূর্য দেবের নয় পুত্র এর মধ্যে শনির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সূর্য দেবের পত্নী ছায়ার পুত্র শনি দেবের গায়ের বর্ণ কালো । শনি ছোট বেলা থেকে বদ মেজাজি । সূর্য দেব নিজের রাজ্য তার পুত্র দের মাঝে ভাগ করে দিলেন ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আইআইটি খড়গপুরের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জানালেন, ভারতের প্রধান খাদ্যশস্যগুলির ওপর ভূপৃষ্ঠের ওজোন দূষণের প্রভাব যথেষ্ট উদ্বেগজনক

নতুন দিল্লি, ৮ এপ্রিল ২০২৫

আইআইটি খড়গপুরের সেন্টার ফর ওশন, রিভার, অ্যাটমোস্ফিয়ার অ্যান্ড ল্যান্ড সায়েন্সেস (কোরাল)-এর গবেষক অধ্যাপক জয়নারায়ণন কুট্টিপুরাথ এবং তাঁর দলের একটি যুগান্তকারী গবেষণায় ভারতের প্রধান খাদ্যশস্যগুলির ওপর ভূপৃষ্ঠের ওজোন দূষণের নেতিবাচক প্রভাব প্রকাশ পেয়েছে। এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ নামের একটি সাময়িক পত্রিকায় "ভারতে আসন্ন জলবায়ু পরিবর্তনে প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যগুলির ফলনে ভূপৃষ্ঠের ওজোন দূষণ-দ্বারা ঝুঁকির সম্ভাবনা" শিরোনামে প্রকাশিত এই গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে যে কীভাবে ওজোন দূষণ, কম পরিচিত হলেও দেশের কৃষি উৎপাদনে মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। ভারত এবং বিশ্বের প্রধান খাদ্যশস্য গম, চাল এবং ভুট্টা ক্রমবর্ধমান ভূপৃষ্ঠের ওজোন দূষণের জন্য অত্যন্ত অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে, ক্রমবর্ধমান বায়ু দূষণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘের সুস্থায়ী উন্নয়ন-এর লক্ষ্যমাত্রা ১ (দারিদ্র্য নেই) এবং ২ (শূন্য ক্ষুধা) অর্জন করা সমস্যাশঙ্কুল হয়ে পড়েছে। ফসলগুলিকে রক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বায়ুদূষণ হ্রাস করতে হবে এবং এই বিষয়ে ক্রমান্বয়ে পর্যবেক্ষণ চালাতে হবে।ভূপৃষ্ঠের ওজোন একটি শক্তিশালী অক্সিডেন্ট যা উদ্ভিদের তন্ত্রগুলিতে ক্ষত আনতে পারো, পাতায় আঘাত আনতেও সক্ষম এবং ফসলের উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। কাপলড মডেল ইন্টারকম্পারিজন প্রজেক্ট ফেজ-৬ (সিএমআইপি৬) থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে গবেষণাপত্রে গম, চাল এবং ভুট্টার ওজোন-প্ররোচিত ফলন হ্রাসের প্রবণতা এবং ভবিষ্যতের অনুমানগুলিকে মূল্যায়ন করা হয়।গবেষণার অনুসন্ধানগুলি ইঙ্গিত দিয়েছে যে, উচ্চ-নির্গমনের ফলে গমের ফলন অতিরিক্ত ২০% কম হতে পারে, যেখানে চাল এবং ভুট্টা প্রায় ৭% ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া প্রায় অপরিহার্য।ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমি এবং মধ্য ভারত বিশেষত দুর্বল, যেখানে ওজোনের প্রকাশ মাত্রা নিরাপদ সীমার ছগুণ প হতে পারে। এটি বিশ্বব্যাপী খাদ্য সুরক্ষায় ভয়ানক নেতিবাচক পরিণতি ডেকে আনতে পারে, কারণ, ভারত বেশ কয়েকটি এশিয় এবং আফ্রিকা দেশসমূহের একটি প্রধান খাদ্যশস্য রফতানিকারক দেশ।উপরন্তু, এই চ্যালেঞ্জগুলি এসডিজি ১ এবং ২ অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিপদ ডেকে আনতে সক্ষম।যদিও ভারত শহর এলাকার দূষণ মোকাবিলায় জাতীয় ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম (এনসিএপি) চালু করেছে, কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলি মূলত এই পরিষেবার বাইরে রয়ে গেছে। গবেষণাটি কৃষিজমিতে বায়ু এবং ওজোন দূষণ রোধে প্রয়োজনীয় নীতিগুলির ওপর জোর দিয়েছে।প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রয়োগে কৃষি উৎপাদনশীলতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে এবং বিশ্বব্যাপী খাদ্য সরবরাহ রক্ষা করতে পারে বলে গবেষণাপত্রে জানানো হয়েছে।

(৪ পাতার পর)

বন্দুক হাতে হুমকি, মেয়েদের বাঁচাতে গিয়ে গণধর্ষণের শিকার বিধবা মা! শোরগোল খড়দহে

গ্রেপ্তার করে। তাদের নাম জাবেদ, ছোট্টু। বাকিরা পলাতক। নির্যাতিতার পাশে দাঁড়িয়েছেন পাতুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সাফিয়ার রহমান। পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। নজর রাখছে পুলিশও। অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির দাবি তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় মহিলারা।এখানেই শেষ নয়। ঘটনা জানাজানি হতেই ব্যাপক শোরগোল খড়দহের পাতুলিয়া এলাকায়। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন মহিলা। তা জেনে আবার বন্দুক হাতে দুষ্কৃতীরা অভিযোগ তোলার জন্য চাপ দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্তে নেমে রহড়া থানার পুলিশ ২ জনকে গ্রেপ্তার করে।

পাতুলিয়া পঞ্চায়েতের ডাঙ্গা ডিঙলা এলাকার বাসিন্দা ওই বিধবা মহিলা দুই মেয়েকে নিয়ে থাকেন। ঘটনার পর তিনি জানান, এলাকার চার যুবক, যারা হামেশাই চুরি-ছিনতাই, অপরাধমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত, তারা তাঁর বাড়িতে দিয়ে দাবি করে বসে, বাড়ির দুই মেয়েকে নাকি তাদের হাতে তুলে দিতে হবে, সন্তুষ্ট করতে হবে। তাতে রাজি হননি মহিলা। প্রতিবাদ করেন। তাতেই 'শাস্তি' জোটে তাঁরই কপালে। মহিলাকেই তুলে নিয়ে গিয়ে আমবাগানের মধ্যে সকলে মিলে যৌন হেনস্তা করে বলে অভিযোগ তাঁর। ঘটনার পর চম্পট দেয় চারজন। বিষয়টা জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পাড়ার মহিলারা। তাঁদের সাহসে ভর করে রহড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

মুদ্রা যোজনায় উপকৃতদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতা

নতুন দিল্লি, ৮ এপ্রিল ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার ১০ বছর উপলক্ষে নতুন দিল্লির ৭, লোককল্যাণ মার্গে এক অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পে উপকৃতদের সঙ্গে আজ আলাপচারিতায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উপস্থিত সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, অতিথি আসলে বাসভবনের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং এই বিষয়টির সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অনেকখানি।মুদ্রা যোজনায় উপকৃতদের প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা জানতে চান প্রধানমন্ত্রী। এদের একজন পোষ্যদের ওষুধ সরবরাহ করে থাকেন। এধরনের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। যে ব্যাঙ্ককর্মীরা এজন্য ঋণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তাদের ডেকে সাফল্যের খতিয়ান সম্পর্কে অবহিত করার পরামর্শ দেন ওই উদ্যোগপতিকে। এর ফলে, ব্যাঙ্ককর্মীদের মধ্যেও সহায়তা দেওয়ার প্রবণতা বাড়বে বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন।কেরলের একজন উদ্যোগপতি দুবাইয়ের চাকরি ছেড়ে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে নিজের ব্যবসা গড়ে তুলেছেন। এপ্রসঙ্গে উঠে আসে মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে পিএম সূর্যঘর প্রকল্পের আওতায় ব্যবসায়িক উদ্যোগের কথা। ওই উদ্যোগপতি জানান, আগে যেখানে বিদ্যুতের বিল ৩ হাজার টাকার কাছাকাছি দাঁড়াতো, তা এখন কমে হয়েছে আড়াইশো টাকার মতো। বছরে সাশ্রয় হচ্ছে আড়াই লক্ষ টাকা।রায়পুরে হাউস অফ ফুচকা-র প্রতিষ্ঠাতা একজন মহিলা উদ্যোগপতি জানান, বাড়িতে রান্না করতে করতে তিনি কাফে ব্যবসা খোলার কথা ভাবেন। এবিষয়ে বাড়ির অভিজ্ঞতা ব্যবসার কাজে লেগেছে। তরুণ প্রজন্মের অনেকের মধ্যেই ব্যবসার ঝুঁকি সংক্রান্ত ভীতি রয়েছে বলে তিনি জানান। প্রধানমন্ত্রী এর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ঝুঁকি নেওয়ায় সক্ষমতা অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তা পেরেছেন বলেই মাত্র ২৩ বছর বয়সে রায়পুরের ওই তরুণী আজ একজন সফল ব্যবসায়ী।মুদ্রা যোজনায় উপকৃত আরও অনেকেই তাঁদের ব্যবসায়ী উদ্যোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, নাগরিকদের, বিশেষত মহিলাদের ক্ষমতায়নে মুদ্রা যোজনা একটি কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এবং সারা দেশে ঔদ্যোগিকতার প্রসার ঘটাচ্ছে দ্রুত। এর সুবিধা পেয়েছেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ। দীর্ঘ কাগুজে প্রক্রিয়া ছাড়াই ঋণ নিয়ে নিজের ব্যবসা শুরু করতে পারছেন তাঁরা। এ এক নিঃশব্দ বিপ্লব। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটছে। মুদ্রা যোজনায় উপকৃতদের অধিকাংশই মহিলা – যা অত্যন্ত ইতিবাচক বিষয়।মুদ্রা ঋণের দায়িত্বশীল ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ যেভাবে নিজের শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দিচ্ছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় জামিন ছাড়াই এখনও পর্যন্ত মোট ৩৩ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। দেশের তরুণ প্রজন্মের সক্ষমতায় তিনি পরিপূর্ণ ভাবে আস্থা রাখেন বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।তিনি আরও বলেন, মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে কাজের সুযোগও তৈরি হচ্ছে দ্রুত – যা গতি এনেছে অর্থনৈতিক বিকাশে। সাধারণ মানুষের উপার্জন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁরা সন্তানের শিক্ষায় উপযুক্ত ভাবে বিনিয়োগ করতে পারছেন।সরকারের দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চিরাচরিত প্রক্রিয়ার যাঁতাকল থেকে বেরিয়ে তাঁর প্রশাসন এই প্রকল্প চালু হওয়ার ১০ বছর পর তার ফলাফল সম্পর্কে জানতে চাইছে। সামগ্রিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পটিকে আরও কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করা হবে অবশ্যই। নাগরিকদের দায়িত্বশীলতা সরকারের আস্থা অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। সেজন্যই প্রাথমিক ভাবে এই প্রকল্পের আওতায় বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হতো। এখন ঋণের ঊর্ধ্বসীমা ২০ লক্ষ টাকা। আরও বেশি মানুষকে এই প্রকল্পের সুবিধা নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করে তুলতে মুদ্রা যোজনায় উপকৃতদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী আবেদন রেখেছেন।দারিদ্র্য দূর করা তাঁর প্রশাসনের অন্যতম অগ্রাধিকারের বিষয় বলে প্রধানমন্ত্রী আবারও জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি যেসব কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন, তারও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী শ্রী পঙ্কজ চৌধারি।

(২ পাতার পর)

দুবাইয়ের যুবরাজ তথা সংযুক্ত আরব আমির শাহীর উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে সাদর অভ্যর্থনা প্রধানমন্ত্রীর

ধারাবাহিকতার প্রতিফলন। দু-দেশের পারস্পরিক অংশীদারিত্ব দাঁড়িয়ে রয়েছে আস্থা এবং ভবিষ্যতের দিশায় অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর ভিত্তি করে।ভারত – সংযুক্ত আরব আমির শাহীর সার্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করা, বিশেষত বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, প্রযুক্তি, শিক্ষা, ক্রীড়া এবং জনসংযোগের পরিসর নিবিড়তর করা নিয়ে দুই নেতার আলোচনা হয়।সংযুক্ত আরব আমির শাহীতে বসবাসরত প্রায় ৪৩ লক্ষ ভারতীয় নাগরিকের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সেদেশের নেতৃত্বের উদ্যোগকে কুর্ণিশ জানান প্রধানমন্ত্রী। দু-দেশের প্রাণবন্ত সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ

সিনেমার খবর

cinema TV

জাহ্নবীকে নিয়ে চিন্তিত ক্যাটরিনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ক্যাটরিনা কাইফ এবং জাহ্নবী কাপুর, হিন্দি সিনেমাজগতের সবচেয়ে সুন্দরী দুই অভিনেত্রী। ক্যাটরিনা জাহ্নবীর সিনিয়র এবং তাদের মধ্যে একটি আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে। যদিও ক্যাটরিনা এবং জাহ্নবী এখনও একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাননি। ক্যাটরিনা 'বুম' দিয়ে হিন্দি সিনেমায় অভিষেক করেছিলেন, যা সম্ভবত অনেকেই জানেন না। এতে অমিতাভ বচ্চন, জ্যাকি শ্রফ, গুলশান গ্রোভার এবং মধু সাপ্রে, জিনাত আমানদের মতো অভিনেতারা ছিলেন।

এদিকে জাহ্নবী তার এক দশকের বেশি সময় পরে 'ধড়ক' দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। পেশাদার জীবনের কথা বলতে গেলে জাহ্নবী অনেকটা ক্যাটরিনার মতো। ক্যাটের মতো কাপুরও খুব পরিশ্রমী এবং ঝুঁকি নিতে পছন্দ করেন। হিন্দি ভাষায় দক্ষতা না থাকায় ক্যাটরিনা প্রথমে সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন এবং আজ ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রীর মধ্যে একজন। তিনি সেই বিরল অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন যিনি তিন খান শাহরুখ খান, আমির খান এবং সালমান খানের সঙ্গে কাজ করেছেন। ক্যাটরিনা কাইফ একবার কালারস ইনফিনিটি শোর সেটে গিয়েছিলেন, যেখানে তাকে এমন একজন সেলিব্রিটির নাম বলতে বলা হয়েছিল যিনি তাদের জিম বা ওয়ার্কআউট লুক নিয়ে সর্বোচ্চ পারদর্শিতা দেখান। যারা ক্যাটরিনার ভক্ত তারা অভিনেত্রীর ফিটনেসের প্রতি নিষ্ঠা সম্পর্কে জানেন। বেশ কয়েকজন অভিনেত্রীও তাকে অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখেন। উপস্থাপক নেহা ধুপিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কোন সেলিব্রিটি তার জিম এবং ওয়ার্কআউট লুকে ওটিটিতে যান?' উত্তরে ক্যাটরিনা উচ্চারণ করেন জাহ্নবী কাপুরের নাম। বলেন, তিনি তার জিম লুক নিয়ে চিন্তিত।

ক্যাটরিনা বলেন, 'ওটিটি নয়, কিন্তু জাহ্নবীর খুব ছোট শর্টস পরা নিয়ে আমি চিন্তিত! সে আমার জিমেও আসে, তাই আমরা প্রায়ই জিমে একসঙ্গে থাকি। মাঝে মাঝে আমি শুধু তাকে নিয়ে চিন্তায় থাকি।'

ক্যাটরিনার এ মন্তব্যটি জাহ্নবীর ভক্তদের কাছে ভালো লাগেনি এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সেটা বেশ বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছে। যদিও চলতি মাসে জাহ্নবী কাপুর 'রুহি'তে তার গান 'নাদিয়োঁ পার'র চার বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের জন্য একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন, যেখানে তিনি ক্যাটরিনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'হেয়ার, মেকআপ, ডান্স ওয়ারড্রোব সবকিছুই ইনস্‌পো আইকনিক ছিল ক্যাটরিনা কাইফ, সবকিছু।'

সালমান খানের জন্য মাঠে নামলেন আমির খান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ঈদে মুক্তি পাচ্ছে সালমান খানের 'সিকান্দার' সিনেমা। এখন পুরোদমে চলছে সিনেমাটির প্রচার-প্রচারণা। এমন সময় সালমান খানের প্রচারে এগিয়ে এলেন আমির খান। সিকান্দারের একটি প্রমোশনাল ভিডিওতে পাশাপাশি দেখা গেল দুই বন্ধুকে। সঙ্গে রয়েছেন এ সিনেমার পরিচালক এ আর মুরুগাদোস। এর আগে আমিরকে নিয়ে 'গজনি' বানিয়েছিলেন এ পরিচালক।

ইনস্টাগ্রামে প্রমোশনাল ভিডিওর টিজার আপলোড করে সালমান তাই হ্যাশটাগ দিয়েছেন 'সিকান্দার মিটস গজনি'। পুরো ভিডিও আসবে শিগগির। ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর আনেকেই বলছেন, শেষ পর্যন্ত সালমানের সিনেমা প্রচারের জন্য মাঠে নামতে হল আমির খানকে।

এ প্রমোশনাল ভিডিও দিয়ে ভক্তদের স্মৃতি উসকে দিয়েছেন আমির-সালমান। নব্বইয়ের দশকে 'আন্দাজ আপনা আপনা' সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তাঁরা। এটাই একত্রে তাঁদের একমাত্র সিনেমা। তাতে অমর ও প্রেম নামের দুই চরিত্রে ছিলেন আমির-সালমান। এ ভিডিওর মাধ্যমে সেই স্মৃতি ফিরিয়ে আনলেন তাঁরা। এটা যেন তাঁদের সেই আইকনিক জুটির প্রতি এক টুকরো শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বলিউডে বেশির ভাগ সিনেমা মুক্তির আগে জোর দেওয়া হয় প্রচারে। বিচিত্র উপায়ে প্রচারণা চালানো হয়। এ কাজে সাধারণত সিনেমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিনয়শিল্পী ও কুশলীরা যুক্ত থাকেন। এমনও হয়, এক তারকার সিনেমার প্রচারে এগিয়ে আসেন আরেক তারকা। তবে সিকান্দারকে সামনে রেখে আমির-সালমানের এই ক্রসওভার দর্শকদের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল।

সিকান্দার মুক্তি পাবে ৩০ মার্চ। এতে প্রথমবারের মতো সালমানের নায়িকা হয়েছেন রাশমিকা মান্দানা। সিকান্দারে সালমানকে দেখা যাচ্ছে বিপদগ্রস্ত মানুষের উদ্ধারকর্তা হিসেবে। গরিবের রবিনহুড তিনি। এতে নানা পরিচয় সিকান্দারের।

কেউ তাকে বলে 'রাজা সাহেব', কেউ 'সঞ্জয় সাহেব', কেউবা ডাকে 'সিকান্দার সাহেব'। একটি ঘটনায় স্ত্রীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুম্বাইয়ে পৌঁছায় সিকান্দার, সেখানে এক সাবেক মন্ত্রীর সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সিকান্দার সিনেমার ট্রেলার ও গান। নজর কেড়েছে রাশমিকার সঙ্গে সালমানের দুর্দান্ত রসায়ন। সালমান, রাশমিকা ছাড়া এ সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন কাজল আগরওয়াল, সত্যরাজ, সুনীল শেঠি, শরমন জোশি ও প্রতীক বাব্বর। প্রযোজনায় সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা।

করণের জবাবদিহি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নিজের আগামী ছবির জন্য আগে থেকেই কলম ধরলেন করণ জোহর। একটি পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি লেখেন, '২০০৩ সালে কাল হো না হো দিয়ে ধর্মা প্রোডাকশনসে প্রযোজক হিসেবে আমার পথচলা শুরু। তার পরে আমার উদ্দেশ্য ছিল নতুন ছবি করিয়ে ও অভিনেতাদের সামনে নিয়ে আসা।

কখনও ঠিক করেছি, কখনও ভুল। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য ছিল দর্শককে বিনোদন জোগানো। এবার গর্বের সঙ্গে আমাদের ২৪তম নতুন পরিচালককে আনতে চলেছি ছবির জগতে।' কিন্তু প্রশ্ন হলো, কাজ শুরু হওয়ার আগেই সে ছবি নিয়ে করণের এত বড় পোস্টের কারণ কী? করণের প্রযোজনা সংস্থা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি ছবিই বক্স অফিসে সাফল্যের মুখ দেখেনি। এদিকে গত বছরেই করণের প্রযোজনা সংস্থার ৫০ শতাংশ শেয়ার কিনে নেন আদর পুনাওয়ালা।

৯ বছরের অভিশাপ ঘোচালো বেঙ্গালুরু, ওয়াংখেড়েতে মুম্বাইকে হারিয়ে জয়োল্লাস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দীর্ঘ ৩ হাজার ৬১৯ দিনের প্রতীক্ষার পর অবশেষে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে জয় ফিরে পেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ২০১৫ সালের পর এই প্রথম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সকে তাদের ঘরের মাঠে হারাতে সক্ষম হলো কোহলিদের দল।

সেই ২০১৫ সালের ম্যাচের স্কোয়াড থেকে রয়েছেন কেবল দুই অভিজ্ঞ তারকা—বিরাট কোহলি ও ভুবনেশ্বর কুমার। কোহলি বরাবরই বেঙ্গালুরুর প্রাণ, আর নিলামের কল্যাণে এবার দলে যোগ দিয়েছেন ভুবনেশ্বর, তিনিও সাক্ষী হলেন ঐতিহাসিক এই জয়ের।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে সবশেষ জয়টি এসেছিল ২০১৫ সালের ১০ মে। সেই ম্যাচে ডি ভিলিয়ার্সের বিধ্বংসী ১৩৩ ও কোহলির ৮২ রানের কল্যাণে বেঙ্গালুরু করেছিল ২৩৫ রান, জিতেছিল ৩৯ রানে। এরপর সময় গড়িয়েছে প্রায় এক দশক।

গতকালের ম্যাচেও নেতৃত্ব দিয়েছেন কোহলি। টস জিতে ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্তটা মুম্বাইয়ের জন্য হয়ে দাঁড়ায় আত্মঘাতী। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বেঙ্গালুরু তোলে ২২১ রান। কোহলি করেন ৬৭ রান, রজত পতিদার মাত্র ৩২ বলে খেলেন ঝড়ো ৬৪ রানের ইনিংস।

জবাবে মুম্বাই থেমে যায় ২০৯ রানে। ১২ রানের হারে গ্যালারির উল্লাস থেমে যায় স্বাগতিকদের জন্য। যদিও শুরুতে খরুচে বোলিং করলেও শেষদিকে গুরুত্বপূর্ণ তিলক ভার্মার (২৯ বলে ৫৬) উইকেটটি তুলে নেন ভুবনেশ্বর। তবে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন ক্রুনাল পান্ডিয়া—৪৫ রানে ৪ উইকেট নিয়ে।

এই জয় শুধু এক ম্যাচ জয়ের গল্প নয়, বরং নয় বছর ১০ মাস ২৭ দিনের অপেক্ষার অবসান। এর আগেও চলতি মৌসুমে এমন একটি রেকর্ড ভেঙেছে বেঙ্গালুরু। চেন্নাই সুপার কিংসের মাঠ এম চিদাম্বারামে তারা জয় পেয়েছে দীর্ঘ ৬,১৫৪ দিন পর। সেটাও ছিল ২০০৮ সালের পর প্রথম।

বেঙ্গালুরুর জন্য এবারের আসর যেন পুরোনো হারের ইতিহাস ভাঙার এক নিখুঁত প্রতিশোধ।

আইপিএলে রেকর্ডের সামনে থেকে হার কেকেআরের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অবিশ্বাস্য বললেও কম বলা হয়। এ বারের আইপিএলে আপাতত সেরা ম্যাচ দেখলেন ক্রিকেট প্রেমীরা। ২৩৯ রানের টার্গেট তাড়ায় কোনও টিম মাত্র ৪ রানে হারছে! এর থেকেই বোঝা যায়, ম্যাচ কতটা রুদ্ধশ্বাস হয়েছে। যদিও হার-এর দিকে থাকতে হল কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। ব্যাটিং অর্ডার নমনীয় করতে নানা বদল। এতেই যেন খেই হারায় কেকেআর। নয়তো শুরু আর শেষটা একরাশ আক্ষেপ দিয়ে গেল। মাত্র ৪ রান! এর চেয়ে বড় আক্ষেপ আর কী হতে পারে!

শেষ ওভারে ২৪ রান প্রয়োজন ছিল। যদিও স্ট্রাইকে হর্ষিত রান। উল্টোদিকে রিঙ্কু। ম্যাচ এত ক্লোজ হবে সেটাই যেন শেষ দিকে কেউ প্রত্যাশা করতে পারেননি। অবিশ্বাস্য একটা জয় হতে পারত কলকাতা নাইট রাইডার্সের জন্য। ২৩৯ রানের টার্গেট। আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান তাড়া করে জেতার রেকর্ড গড়ার সামনে ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। মিডল অর্ডারে বিপর্যয় না হলে এই ম্যাচ জেতা কার্যত নিশ্চিত ছিল। মাত্র ৪ রানে পিছিয়ে পড়ে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

ইডেনে যেন ব্যাটারদের জন্য স্বর্গ তৈরি হয়েছিল। শুরু থেকেই চালিয়ে খেলেন লখনউ ব্যাটাররা। গতির হেরফেরে কিছুক্ষেত্রে পরাস্থ হয়েছেন। বোর্ডে ২৩৯ রানের টার্গেট সেট করতেই প্রমাদ গুণছিলেন কেকেআর সমর্থকরা। একই স্টাইলে ব্যাটিং নাইট রাইডার্সেরও। ব্যাটিং অর্ডারে বদল আদৌ প্রয়োজন ছিল কি না এই নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ধারাবাহিক ভালো খেলা অংক্রিশকে লোয়ার অর্ডারে পাঠানো হয়। প্রোমোশন দেওয়া হয় নমন ধিরকে।

রাহানে যতক্ষণ ব্যাট করছিলেন, মনে হয়েছিল কেকেআরের রেকর্ড জয় সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু ১৬২ রানে রাহানে আউট হতেই বিপর্যয়। দ্রুতই ১৮৫-৭ হয়ে যায় কেকেআর। কিন্তু রিঙ্কু সিং আবারও মহাকাব্যিক জয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। সুযোগটা সীমিত। ফলে সীমানাও পেরনো হল না। ২৩৮ এর জবাবে ২৩৪! কেকেআর বনাম লখনউ ম্যাচে এটিই সেরা এগ্রিগেট।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR